দূরের আলো

ইসমাইল হোসেন ইসমী

দূরের আলো

ইসমাইল হোসেন ইসমী

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

দূরের আলো	ইসমাইল হোসেন ইসমী
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ	সজল চৌধূরী
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৩৫০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
©	Ismail Hossain Ismi
Durer Alo	Ismail Hossain Ismi
Cover Design	Sazal Chowdhury
First Pubished	February 2025
Publisher	Radawanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	350.00 Tk only
ISBN	978-984-98484-9-3
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উ|ৎ|স|র্গ

শহিদ আবু সাইদ
শহিদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ
শহিদ ওয়াসিম আকরাম
শহিদ শাইখ আশহাবুল ইয়ামিন
শহিদ ফারহান ফাইয়াজ
তাঁদের আত্মত্যাগের জন্য আমরা গর্বিত।

১

পুরান ঢাকার জয়া, হুমা আর নুসরাত তিন বান্ধবী। গ্যান্ডেরিয়া স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করে তিনজন তিন কলেজে ভর্তি হয়। পুরান ঢাকার মেয়ে বলে ভাবসাব তাদের অন্যরকম। ছুটির দিনে বিকেলবেলায় রাস্তায় বের হলে তাদের দিকে পথিকেরা হাঁ করে থাকে।

জয়া রাগানিত্ব হয়ে এক পথিককে উদ্দেশে করে বলে, আব্বে আপনে হাঁ কইরা আমাগো দিকে আহমক্কের ল্যাগান চটাইয়া আছেন ক্যালা?

জয়ার কথায় সেই পথিক বিড়বিড় করে বলে, আব্বে আমি কি আন্ধানি সুন্দর জিনিস দেখবার পারমুনা না।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর আবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দ্রুতগতিতে চলা শুরু করে।

ওদের সামনে দিয়ে একটা রিকশা যেতে দেখে নুসরাত বলে, মামা, জ্যাইবানি লালবাগ কেল্লা।

যামু, আহেন।

ওরা তিনজন গিয়ে উঠে বসলে রিকশা চলা শুরু করে।

বিউটি বোডিং, আহসান মঞ্জিল, লালবাগ কেল্লা তাদের কাছে পান্তাভাত। হুমার চোখ দুটো অসম্ভব সুন্দর, যাকে বলে হরিণী চোখ। জয়ার অন্যরকম ব্যক্তি আর নুসরাত যেমন মেধাবী তেমন সুন্দরী। সর্বক্ষণ দাপিয়ে বেড়ায় হল থেকে ক্যান্টিন, কমনরুম, লাইব্রেরি আর টিচারদের রুমেও অবাধ যাতায়াত তাদের। রেজাল্টও সব সময় ভালো। একই রকমের নীল শাড়ি, স্লেভলেস ব্লাউজ পরে আধুনিক সাজে যখন জনসন রোড় দিয়ে তিনজন হেঁটে কলেজে যায় তখন রাস্তার লোকজন বিস্ময় দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দেখে। ছাত্ররা তাদের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেছে অহরহ। দূরদূরান্ত থেকে বহু যুবা এসে জনসন রোডে দাঁড়িয়ে থেকেছে কত। আর সেটা নিয়ে চায়ের আড্ডায় তুমুল ঝড় ওঠে। শেষ পর্যন্ত হুমা সহকারী কর কমিশনার আসাদুল্লাহ বিন মতিন, নুসরাত ব্যাংকার তৌফিককে বিয়ে করে ছেলেদের বুকে জ্বালা ধরিয়ে শেষ করে তাদের যুগ। আর জয়া বিয়ে না করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে গেলে হুমা বলে, আমরা বিয়ে করে ফেলালাম। তুই বিয়ে করবি না।

জয়া বলে, না-রে। এখন, ওসব নিয়ে চিন্তা করছি না।

হুমা বলে, মেয়েদের বয়স হয়ে গেলে ছেলেরা বিয়ে করতে চায় না।

জয়া বলে, মানুষের জীবনে বিয়েটায় সবকিছু না। মান-সম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার নামই সত্যিকারের জীবন।

হুমা বলে, প্রতিটা মানুষেরই একটা নিজস্ব চিন্তা ভাবনা থাকে।

জয়া বলে, মাথা থেকে ওসব বাদ দিয়ে সংসারে মনোযোগ দে, বুঝলি।

হুমা বলে, কী করে দেব বল। সংসার হলো একটা মায়ার জাল। এটা আছে তো ওটা নেই। ওটা আছে তো সেটা নেই।

জয়া বলে, শুধু নেই নেই করিস। যতটুকু আছে ততটুকুই নিয়েই শুকরিয়া আদায় কর।

ওদের আলাপচারিতা শেষ না হতেই নাকে কীসের যেন গন্ধ আসতে থাকে।

হুমা বলে, চুলায় দুধটা বসিয়ে এসেছিলাম। পুড়ে সব শেষ হলো। সাহেলা একটু পরে এসে বলে, চুলা দিয়ে গ্যাস বের হচ্ছে।

হুমা বলে, তাড়াতাড়ি করে দেখ।

সাহেলা দৌড় দিয়ে আসে রান্নাঘরে। এসে দেখে গ্যাসের চুলার পাইপে আগুন লেগেছে। সাহেলা চিৎকার দিয়ে ওঠে। ওরা দৌড়ে চলে আসে। জয়া আর নুসরাত পাইপে পানি ঢালা শুরু করে। আর হুমা নিচে দৌড় দিয়ে চলে গিয়ে গ্যাসের মেইন লাইনে চাবি বন্ধ করলে আগুন নিভে যায়।

আসাদুল্লাহ বিন মতিন একজন এনবিআর এর সহকারী কর কমিশনার। সরাসরি বললে দাঁড়ায় জনগণের কর আদায়ের কর্তা। জনগণের ট্যাক্সের টাকা সংগ্রহ করে সেটা দিয়ে দেশের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়। কীভাবে সহকারী কর কমিশনার হলো সেটা কেউ জানে না। তার বন্ধুমহলে তাকে নিয়ে বেশ কতূহলী। তার কাছে সেবা নিতে আসা সকলকেই সে আপনজনের মতো করে সার্ভিস দেয়। কিন্তু খাম ছাড়া কোনো সার্ভিস দেয় না। খাম পেলে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। সেটা নিয়েই অফিস পাড়ায় সামনে পেছনে আড়ালে আবডালে সেসব নিয়ে নানা তথ্য ছড়ায়। সেদিকে কান দেয় না কখনো। সবকিছু ছাপিয়ে প্রমোশনও পেতে থাকে। তার ব্যাচের অনেকেই পদোন্নতি পায় না। সে অল্প সময়ের মধ্যে উপ কর কামিশনার আর এর সাথে সাথে অঢেল কাঁচা পয়সা আসতে থাকে আর দুহাত দিয়ে বস্তায় ভরে। এরপরে তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। দলমত নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়িকে নিজের কবজায় রাখতে শুরু করে। সেসব নিয়ে হুমার আনন্দের শেষ নেই। তার বাবা এরকম জেনেশুনে বিয়ে নাকি দিয়েছে। কথায় কথায় হুমা বলে, মানুষটা একরকম হাবাগোবার ভাব ধরে থাকে। ভেতর ভেতরে কুটিল আর অতি চালাক।

হুমা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স আর মতিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্সে অনার্স মাস্টার্স। বিয়ের পরে ঢাকার বাইরে পোস্টিং

হওয়ায় হুমার পড়াশোনা বেশি দূর এগোয়নি। ছাত্রী থাকাকালীন ছাত্রী সংসদের সহ-সভাপতিও ছিল। একারণে কয়েকটি মামলাও ছিল তার নামে। র‍্যাগিং করতে পারদর্শী তারা। বিয়ের পর আসাদুল্লাহ বিন মতিন সব ঠান্ডা মাথায় সামলে নিয়েছে। এখন আগের মামলাগুলো নেই। আসাদুল্লাহ বিন মতিনকে সেগুলোকে কখনো পাত্তা দেননি। জয়েন্ট কর কমিশনার হওয়ার পরে তার ব্যস্ততা বেড়ে যায়। যে করেই হোক অতিরিক্ত কর কমিশনার তারপরে কমিশনার হওয়া চাই। তার চেয়ে হুমার প্রত্যাশা বেশি। হুমা মন্ত্রী-পাড়ায় আর সচিব মহলে তদবির করতে থাকেন। দিন নেই, রাত নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই সর্বক্ষণ ছুটে চলেছেন তদবিরের পিছনে। এটাই তার একমাত্র কাজ। এটাই তার নেশা– এটাই তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আর মন্ত্রণালয়ে সর্বক্ষণ পড়ে থাকে। জনাব মোস্তাক আহমেদকে মেম্বার হিসেবে প্রজ্ঞাপন জারি করলে হুমার মাথায় বাজ পড়ে। মোস্তাক আহমেদ তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী এবং একই ব্যাচমেন্ট। নিজের ব্যাচমেন্ট সব সময় বেশি ক্ষতি করে। খবর শুনেই হুমা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মাঝে মাধে দাঁতকপাটি লেগে যাচ্ছে। মুগ্ধ চামচ দিয়ে দাঁতকপাটি খুলে দিচ্ছে বারবার। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে মাথায় পানি ঢাললে জ্ঞান ফিরে আসে।

আসাদুল্লাহ বিন মতিন অফিস ফেলে ছুটে আসে বাসায়। ছেলের কথা শুনে তাঁর চোখ কপালে ওঠে। অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে খবর দিয়ে ডেকে আনেন। সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে বলে, সবই ভালো। তবে প্রেসার অত্যন্ত হাই– দুই শয়ের কাছে। ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়ে ফ্রিজ থেকে তেঁতুল বের করে সরবত করে খাওয়াতে থাকেন। পাশাপাশি মাথায় আইস দিয়ে চেপে ধরে রাখে। মুগ্ধর দিকে তাকিয়ে দেখে ছেলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আছে। সে উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, হে খোদা। হে আমার সৃষ্টিকর্তা। আমার ফরিয়াদ শোনো। আমার অবুঝ স্ত্রী। সে আমার ছেলের মা। তার যদি কিছু হয়ে যায় আমার ছেলে এতিম হয়ে যাবে খোদা। আমার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে ভালো করে দাও। বারবার প্রেসার মেপে দেখেন। প্রেসার কমে না। অবশেষে হুমার পাশে বসে তসবিহ নিয়ে। বাবার দেখাদেখি মুগ্ধ মায়ের পাশে বসে তসবিহ জপা শুরু করে। কাজের মেয়ে সালেহা সারা বাড়িতে গোলাপ জল ছিটিয়ে ধূপের ধোঁয়া দিয়ে দেয়। ধোঁয়ার গন্ধ নাকে যাওয়া মাত্র হুমা কাশতে কাশতে ধরফড়িয়ে উঠে বসে। চোখ মেলেই দেখে চারিদিক অন্ধকার। মেঝের ওপর বসে আছে মুগ্ধ। কেউ কোনো কথা বলছে না। চারদিকে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। কিছুতেই বসে থাকতে পারছে না। আবার বিছানায় শুয়ে গেল। চোখ তুলে তাকাতে পারে না। আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। চোখ বন্ধ হওয়া মাত্র মনে হয় কোন এক গুহার ভিতরে প্রবেশ করছে। প্রবেশ করা মাত্র গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। পৃথিবীর ভিতর আরেক পৃথিবী। শূন্যে ভেসে চলছে অনন্তের পথে। তবুও পথ শেষ হয়

না।

এভাবে প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে যায় হুমার। এসময়ে কত ডাক্তার, কবিরাজ দেখানে, কত ঔষধ-পথ্য খাওয়ানো হয়। আজ এ ডাক্তার তো আগামীকাল আরেক ডাক্তার। ডাক্তার কিছুতেই ওর অসুখের কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। ওষুধ পরিবর্তন হতেই আছে। যতবার ডাক্তার চেঞ্জ ততবার টেস্টের পারিমাণ বাড়ে। টেস্টের পর টেস্ট চলছে। আসাদুল্লাহ বিন মতিন সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় খোদাকে গোপনে-প্রকাশ্যে ডাকতে থাকে। তবুও অবস্থার উন্নতি হয় না। এভাবেই চলতে থাকে তাদের জীবন।

খবর পেয়ে পরদিন দুই বান্ধবী জয়া আর নুসরাত ছুটে আসে বাসায়। এসে দেখে কীরকম হয়ে গেছে। এলোমেলো আলুথালু চুল নিয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। বিছানার চাদর বালিশের কভার সোফার কভার সব ময়লা হয়ে পড়ে আছে। যে কাপে চা ছিল সেটা সেভাবে পড়ে আছে। এ কয়দিনে ঘরবাড়ির কী অবস্থা হয়েছে। জয়া আর নুসরাত আসাতে কোনো রকম উঠে বসে।

নুসরাত বলে, কিরে! কী করে এ অবস্থা হলো তোর! আমাদের খবর দিসনি কেন।

জয়া বলে, তাই তো! তুই তো মরে ভূত হয়ে গেলেও জানতে পারতাম না। ভাবতে অবাক লাগছে আমার।

হুমা আমতা আমতা করে বলে, না-রে। তেমন কিছু না। প্রেসারটা একটু বেশি। মাথা নোয়ালেই যন্ত্রণা শুরু করে। সব সময় শুয়ে থাকি। কিছু ভালো লাগে না আমার। মরে গেলে ছেলেটার কী হবে বল?

নুসরাত কথা কেড়ে নিয়ে বলে, কিছুই হবে না তোর। এখন প্রেসারে মানুষ মরে-টরে না।

জয়া বলে, মতিন ভাই কখন আসে বাসায়।

হুমা বলে, পাঁচটা বাজে। অফিস থেকে আসতে যতক্ষণ লাগে।

নুসরাত বলে, তুই অসুস্থ আর নিশ্চিন্তে অফিস করছে।

হুমা বলে, কপাল আমার। এমন ইন্ট্রোভার্ট মানুষ ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারিনি।

নুসরাত বলে, কী আবলোতাবোল বকছিস। আগে না কত কবিতা আওড়াত। রোজ গোলাপ হাতে নিয়ে তোর অপেক্ষায় থাকত।

হুমা বলে, আমাকে ভুলানোর জন্য ওগুলো করত। আর ভুলানো প্রয়োজন আছে। পাওয়া হয়েছে মানে সব শেষ। শরীরের গন্ধ একবার পেলেই হলো। তখন আর ভালো লাগে না। যাগ গে! আমার কথা ছাড়! তোদের কথা বল।

নুসরাত ঠোঁট উলটে বলে, তোর বর তো সময় মতো আসে। আমারটাকে চোখেই দেখি না। সকালে বের হয়ে রাত করে ফেরে। ঘরের মধ্যে নির্জীব প্রাণির

মতো পড়ে থাকি নিঃশব্দে।

হুমা বলে, নাকে দড়ি বেঁধে ঘুরাতে পারিস না।

নুসরাত বলে, তুই পাগল হইছোস! তাকে ঘুরাব আমি। বরং আমাকে পায়ে শিকল পরিয়ে রেখেছে। কোথায় যে একটু বের হব তার উপায় নেই। যদি বের হই বডিগার্ডের মতো কয়েকজন থাকে আমার আশেপাশে।

হুমা ঠোঁট কামড়ে বলে, জয়া ভয়ে তো বিয়েটা পর্যন্ত করল না।

নুসরাত বলে, পুরুষ মানুষ কেন যে বিয়ে করে বুঝি না। সব সময় কাজ আর কাজ। অফিসের কাজ বাড়িতে। আমার দিকে ফিরেও দেখে না। কিছু বললে বলে, তুমি এসব বুঝবে না। আমি সব সময় সর্বদা যথাসময়ে কাজ করে অভ্যস্ত। আমার গুডউইলের দাম তুমি কী বুঝবে?

হুমা মনক্ষুণ্ন হয়ে বলে, বিয়ের আগে ছেলেদের যা বলবি সবকিছুতেই হ্যাঁ। কোনোকিছুতেই না নেই তাদের।

নুসরাত চোখ মিটমিট করে বলে, সত্যি! তাই তারা ছেলেমানুষ। বিয়ের আগে যদি কোনো মেয়ে বলে চাঁদের ভর্তা খাব, তবুও তারা এনে দেবে। যেমনি বিয়েটা হলো তেমনি শুরু হলো এটা না। ওটা না। সবকিছুতেই শুধু না আর না।

এসময়ে কলিং বেল বেজে ওঠে।

হুমা বলে, সালেহা দ্যাখ! তোর স্যার এসেছে। দরজাটা খুলে দে!

সালেহা দরজা খুলে দিতেই আসাদুল্লাহ বিন মতিন শঙ্কিত হয়ে বলে, এত হইচই কীসের রে?

সালেহা না বলে হাঁটা শুরু করে। আসাদুল্লাহ বিন মতিন— হুমা বলতে বলতে রুমে ঢুকে দেখে তিনজন বসে আছে।

রুমে ঢুকতেই হুমা বলে, এত দেরি করে আসলে কেন? ওরা কখন থেকে বসে আছে তোমার জন্য।

আসাদুল্লাহ বিন মতিন বলে, আজ যে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। দুই সুন্দরীর মুখ দর্শন করতে পারলাম।

নুসরাত বলে, দুই সুন্দরী না বলে বলেন তিন সুন্দরী...। কথা শেষ হতে না হতেই একসাথে হেঁসে ওঠে।

কিছুক্ষণ বাদে আসাদুল্লাহ বিন মতিন বলে, বাইরে আজ এত বাতাস আর ধুলো। অবস্থা খারাপ।

নুসরাত কথা কেড়ে নিয়ে বলে, মতিন ভাই বাইরে অবস্থা যেমনই হোক আমরা যাচ্ছি না। আপনার সেবায় আমরা আছি আজ।

আসাদুল্লাহ বিন মতিন বলে, আমার কপাল ভালোই বলতে পারি বলেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

হুমা বলে, কী যে তোরা মশকরা শুরু করলি। ওকে বেশি আশকারা দিস না।

নুসরাত বলে, কেন তোর হিংসা হচ্ছে?

হুমা বলে, কেন তোর মনে নেই। ফুচকা খাওয়ার কথা।

জয়া বলে, সত্যি একদম মনে ছিল না। নুসরাতর হাতের তৈরি ফুচকা অমৃত বলত মতিন ভাই। তুই রাগ করে না খেয়ে চলে গিয়েছিলি।

নুসরাত বলে, আসলে সেই সব দিনগুলো কী সুন্দর ছিল। মাঝে মাঝে একা হয়ে গেলে ডুব দিই স্মৃতির পাতায়।

নুসরাত বলে, ইচ্ছে করলেও সেই সব দিন ফিরে পাওয়া যাবে না।

হুমা বলে, থাক সেসব বিষয়। ও যেন এনবিআরের সদস্য হতে পারে। আমার জীবনের বড় ইচ্ছে। দেখ না কিছু করা যায় কি না।

নুসরাত বলে, হবে না মানে আলবৎ হবে। এবার হতেই হবে।

জয়া আস্তে আস্তে বলে, না হওয়ার তো কিছু দেখি না। তিনি তো অনেস্ট পারসন। হবে না কেন?

নুসরাত বলে, কেউ যদি আপনাকে ফোন করে বলে যে আপনি কী ঢাকার বাইরে পোস্টিং নিতে ইচ্ছুক। তখন কোনোকিছু বলবেন না মতিন ভাই।

হুমা বলে, একবার চেয়ারে বসতে পারলে। বাকিটা দেখব আমি।

নুসরাত বলে, দেখা যাক না কী করা যায়? অস্থিরতায় ভুগবি না কখনো। আজ না হলে আগামীকালে হবে। আগামীকাল না হলে আগামী পরশু হবে। মানুষের কত ইচ্ছে এক জীবনে। তোর হাজব্যান্ড ডিসি হতে পারবে যদি ক্যাডার পরিবর্তন করে। না হলে হতে পারে না। সব জায়গায় প্রশাসন ক্যাডার। এজন্যই বুয়েট এবং এমবিবিএস পাশ করেও প্রশাসন ক্যাডার হয়ে যাচ্ছে।

নুসরাত বলে, না রে! এখন সময় বদলে গেছে। এখন পুলিশ ক্যাডারের কদর বেশি। সবাই বেনজির হতে চায়। এটাতে ক্ষমতার পাশাপাশি অর্থের জোগান ভালো। সকালে খালি পকেটে বের হয়ে ফিরে আসে টাকার বস্তা নিয়ে।

হুমা বলে, না রে! ওকে ঠোলা বলুক সেটা আমি চাই না।

নুসরাত বলে, ঠোলা বলুক আর কোলা বলুক। দিন শেষে তো কাঁচা পয়সা আসবে।

জয়া বলে, শোন। অর্থই অনর্থের মূল। এক জীবনে এত বেশি অর্থের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। যার যত বেশি অর্থকড়ি তার তত বেশি চিন্তা। রাতে যতি ইয়েলীয় শান্তি নিয়ে ঘুমাতে না পারিস তাহলে জীবনের মূল্য কী?

হুমা বলে, তোদের সব কথা শুনলাম। ওর সাথে আলোচনা করে তোদের জানাব।

গল্পে গল্পে এভাবেই তাদের সময় চলে যেতে থাকল। প্রবেশ করে ভিন্ন

জগতে। এক সময়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয় তাদের কাছ থেকে হুমা। নুসরাত আর জয়া হুমাকে অমৃত বাণী শুনিয়ে বিদায় নেয়।

হুমা আর আসাদুল্লাহ বিন মতিনের এক মেয়ে হেমা আর ছেলে মুগ্ধ। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় দুর্দান্ত। ও সহপাঠীদের কাছে ডানপিটে হিসেবে পরিচিত। ছোটবেলা থেকেই টিফিন ভাগ করে একসাথে খাওয়া, চাঁদা তুলে ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাট কেনার ব্যবস্থা করে। মুগ্ধ দেখতে দেখতে বেশ বড় হয়ে সুদর্শন হয়েছে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। ও প্রায়ই এক পায়ে সাদা অন্য পায়ে কালো জুতা পরে স্কুলে চলে যায়। এ নিয়ে কত হাসাহাসি করে তার সহপাঠীরা। ম্যাথের ক্লাস নিচ্ছেন আসাদুল স্যার আর অমনযোগী হয়ে বসে আছে মুগ্ধ। ম্যাথের টিচার ওকে প্রশ্ন করলে সব সঠিক উত্তর দেয়।

আসাদুল স্যার ওর উত্তর শুনে হতভম্ব হয়ে বলেন, গুড গুড। ইউ অ্যার এ জিনিয়াস! ওয়েলডান মাই বয়। ক্যারি অন।

তাদের একমাত্র সন্তান মুগ্ধ। মুগ্ধ আসল নাম না। ইমেল প্রথম নাম তার। ইমেল নামটা হুমার পছন্দ না হওয়ায় ক্লাস ফাইভে এসে মুগ্ধ হয়ে যায়। আজ অবধি এই নামেই চলছে। ছাত্র হিসেবে খুবই ট্যালেন্ট, ধৈর্যশীল আর বিনয়ী। সব সময় বই নিয়ে পড়ে থাকে। পাশাপাশি ছোট ছোট যন্ত্রপাতি নিয়ে কী যেন সব গড়ে আবার ভাঙে। দুটো পাথরকে গ্যাসের চুলায় হিট দিয়ে গরম করে তাতে জি আই তার বেঁধে বাল্ব জ্বালানোর চেষ্টা করে। একবার স্কুলে স্টিলের রেললাইন তৈরি করে মোটর দিয়ে চালিয়ে তাক লাগিয়ে ছিল। ওর ঘরে ইট, কাঠ, পাথর, অ্যালুমিনিয়াম তার, এসিড, হাতুড়ি, প্লাস, চক, থার্মোমিটার, বাইনোকুলার, লেজার লাইট, লাইট, মোমসহ কত কী থাকে। এসব নিয়ে ওর দিন কাটে। মুগ্ধ একটু অন্যরকম। সবার থেকে আলাদা। ওর চিন্তাভাবনা কখনো সখনো এলেবেলে মনে হয়। আর দশজন যেভাবে কাজ করে সে একটু অন্যভাবে করে। ওর না আছে চাওয়া-পাওয়া না আছে চাহিদা। তবে ওর চিন্তাভাবনার ধরন অন্যরকম। ওর হারানোর ভয় নেই। অদম্য গতিতে ছুটে চলা ডরভয়হীন এক বালক। মাঝে মাঝেই মুগ্ধ বাবা-মাকে বলে, তোমাদের এত টাকা কী করবে। ওর বাবা-মা বলত– এসব টাকা সব তোমার জন্য।

মুগ্ধ বলে, তোমাদের সব টাকা মানুষের। তাই মানুষের কল্যাণে সব টাকা ব্যয় করলে তোমাদেরকে সমস্ত মানুষ মনে রাখবে আজীবন।

আসাদুল্লাহ বিন মতিন বলে, কীভাবে?

আমি কিছু প্রোজেক্ট হাতে নেব আর তার সমস্ত ব্যয় তোমরা করবে। তবে সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না।

আসাদুল্লাহ বিন মতিন বলে, এত কষ্ট করে ইনকাম করলাম। আর তুমি হেলায় সব নষ্ট করবে।

মুগ্ধ বলে, নষ্ট কেন বলছ বাবা? মানুষের টাকা মানুষের কাজে ব্যবহার হলো।

আসাদুল্লাহ বিন মতিন তার ছেলে মুগ্ধর কথা শুনে থ বনে যায়। ওর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ হয়ে যায়।

ছেলের কথা শুনে হুমা ফোঁস করে উঠে বলে, এ কী রকম কথা মুগ্ধ। যা কিছু করছি সব তোমাদের জন্য। তোর বাবা তোদের ভালোর জন্যই সবকিছু করেন। আজ এটা কাল সেটা। আমরা তো কোনোদিন না করিনি। তোমার কথা শুনে মনে হলো আমাদের দুজনার জীবনটাই তেজপাতার মতো। তোর সুমি অ্যান্টি, শায়লা অ্যান্টি দামি গাড়ি চড়ে, দামি পোশাক পরে আর হাইফাই রেস্টুরেন্টে সকাল-বিকাল খেয়ে বেড়ায়। আর তোমাদেরকেও সেরকম মানুষ করার চেষ্টা করেছি। আমার কষ্ট শুধু আমি বুঝি। তোমাদেরকে তা বুঝতে দিইনি। তোর বাবার বেতন দিয়ে ওসব করা সম্ভব নয়। ওসব করতে হলে উপরি ইনকাম করতে হয়।

আসাদুল্লাহ বিন মতিন হুমার কথার প্রতিবাদ না করে মিনমিন করে বলে, আহা! এসব কথা তোমার না বললে হয় না। এখন অনেক বড় হয়েছে। তার জানার ঘাটতি রয়েছে। সে কি দেখে না তার বেনজির অ্যাঙ্কেল পুলিশ থেকে আজ র‍্যাবের মহাপরিচালক আর এখন পুলিশের মহাপরিদর্শক হয়ে বাংলার মানচিত্রের অর্ধেকটা তার পরিবারের আয়ত্তে।

আসাদুল্লাহ বিন মতিনের কথা কেড়ে নিয়ে হুমা বলে, সেটা না হয় বাদ দিলাম। আর সেনাপ্রধান আজিজ তার ক্ষমতা বলে তার দুই ভাইকে জেলখানা থেকে বের করে বিদেশে অর্থকড়ি দিয়ে সহয়তা করে ব্যবসা করাচ্ছে। সে তুলনায় তুমি কিছুই করোনি। শুধু হেমাকে কানাডাতে পড়তে পাঠাতে পেরেছি।

মুগ্ধ অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে বারুদের মতো জ্বলে উঠে বলে, তোমরা যাই বলো না কেন? অন্যায় তো অন্যায় আম্মু। আমি তোমাদের ঘুসের টাকায় জীবন গড়তে চাই না। আমি তো কোনো মানুষ দেখছি না। আমি শুধু দেখি কুকুরছানা। তু-তু করলেই কুকুরছানাগুলো কাছে ছুটে আসে।

প্রতিবাদ করে সরাসরি হুমা বলে, চুপ কর! তোর মতো ছাগলটাকে পেটে ধরেছি। এটাই আমার বড় আফসোস! জীবনকে জীবনের মতো করে চলতে দিতে হয় নইলে আজীবন পস্তাতে হয়। তোর আদর্শ নিয়ে তুই বাবা চল। আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। তারপরও তুই মানুষের মতো মানুষ হ। কেননা, আমি আমার বাবাকে টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যেতে দেখেছি। বাবা আমার মায়ের জন্য কিছুই করতে পারেনি। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছে। সে

যন্ত্রণা আমাকে এখনও তাড়িয়ে বেড়ায়। আমি ভুলতে পারি না সেসব কথা। টাকা ছাড়া জীবন অর্থহীন। আমার মামারা মায়ের অংশ আমাদেরকে ঠিকমতো বুঝিয়ে দেয়নি। এরপরও তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি কখনো। এ পৃথিবীতে কেউ কারও ভালো চায় না কখনো। আমরা তা বুঝে না বোঝার ভান করে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করি।

আসাদুল্লাহ বিন মতিন চুপচাপ শুনে যাচ্ছে হুমার কথামালার ফুলঝুড়ি। তার বলার নেই, করার নেই, দেখার নেই, আছে শুধু দীর্ঘশ্বাস।

হঠাৎ করেই এনবিআর চেয়ারম্যান আসাদুল্লাহ মতিনকে চট্টগ্রাম কাস্টম রাজশাহীতে বদলি করে। রাজশাহীতে বদলি করায় ভেতর ভেতরে বারুদের মতো জ্বলে ওঠে। বদলি ঠেকানোর জন্য সব শক্তিকে মাঠে নামিয়ে দেয়। নুসরাত দিনরাত চেষ্টা করে যাচ্ছে। অবশেষে মুহিত, মল্লিক, জাহাঙ্গীর, ফয়সাল আদনান, তাপসকে দিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে। ওরা সবাই যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। নুসরাত প্রতিনিয়ত খোঁজখবর নিচ্ছে। জয়া তার নাইনটি এইটটিওয়ান বন্ধুদের দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে তথ্য সংগ্রহ করছে। যদি পজেটিভ মনে করে তখন কাজ করবে তার আগে নয়। কয়েকদিনেই প্রায় সব তথ্য নিয়ে ফেলে জেমস মাহবুব। সবই ঠিক আছে আসাদুল্লাহ বিন মতিনের এসিআর-এ। সহকারী কর কমিশনার থাকা অবস্থায় ব্যবসায়িদের অভিযোগের কারণ হিসেবে উল্লেখ আছে। এজন্যই আজ এ অবস্থা– এক বাক্যে সবাই স্বীকার করে। আসাদুল্লাহ বিন মতিন তদবির শোনে না, আর তদবির এলে মানে না। অনেকে তার কাছ থেকে সেজন্য দূরে থাকে। সে এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। টাকাই তার কাছে সব। টাকায় ধর্মকর্ম। টাকার গন্ধ না শুঁকলে তার ভালো লাগে না।

প্রায় সাতাশ দিনের মাথায় কত রকমের কত ধরনের চেষ্ট, প্রচেষ্টা তদবির করে আসাদুল্লাহ বিন মতিনকে ঢাকার প্রধান কার্যালয়ে পোস্টিং করাতে পারল না। এভাবে আরও দুই মাস অতিবাহিত হয়ে যায়। হতাশায় ডুবে যায় হুমা। আবারও নাইনটি এইটটিওয়ান বন্ধুদের কল করে নিয়ে আসে নুসরাত, জয়া আর হুমা। তারা সবাই রমনার রেস্টুরেন্টে বসে আলোচনায়।

তার কথা শুনে জয়া বলে, মল্লিক আর জেমস মাহবুব মতিন ভাইয়ের সমস্যা সমাধান করে দিতে পারে।

মল্লিক বলে, পারি। কিন্তু এইটা তো কোনো কেস না যে ধরে এনে থ্রেড দিয়ে দিলাম আর হয়ে গেল। চেয়ারম্যান হলো এনবিআরের প্রধান কর্তা। এনবিআর চলে তার হুকুমে। সেখানে আমার মতো সামন্য আর্মি অফিসারের দাম নেই।

জেমস মাহবুব বলে, এনবিআরের সব ভুল-ত্রুটি বের করতে পারব আমি।

সেগুলো দিয়ে ৭১ টিভিতে নিউজ করে দিতে পারব।

জেমস মাহবুবের কথা শুনে জয়া আর ফয়সাল আদনান নড়ে-চড়ে বসে। হুমা তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

জয়া বলে, নিউজ করে দিলেই কী হবে।

জেমস মাহবুব বলে, হবে না কেন। প্রশাসন তখন নড়েচড়ে বসবে।

ফয়সাল আদনান বলে, নির্ভুল তথ্য পেলে নিউজ করা যাবে। সেটা করে দিলেই সব ঝুট সাফ।

নুসরাত বলে, আমরা শুধু কথাই বলে যাচ্ছি। কোনো অর্ডার দেওয়া হয়নি।

সবাই একসঙ্গে বলে, এ রে তাই তো।

হুমা বলে কে কী খাবি বল। যে যা খাবে অর্ডার দেওয়া হবে। সবাই নিজের মতো করে অর্ডার দিতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে ওয়েটার সুপ আর অনথন-এর সাথে পানি সার্ভ করে যায়। এর পরে চিকেন কাটলেট, ফ্রাইড রাইস, মাটন, চিকেন, ফ্রাইফিস, পাস্তা সালাদ, মিক্সট সালাদ, চাইনিজ ভেজিটেবল, ড্রিংকস ওয়াটার আসতে থাকল। সবশেষে ক্লোড কফি খেয়ে দারুণ তৃপ্তি বোধ করে।

নুসরাত বলে, না রে খাবারটা দারুণ।

জয়া বলে, তোর যা মুখ। যা খাবি তাই ভালো লাগে।

নুসরাত বলে, আরে পেট আর চ্যাটের জন্যই পৃথিবীতে আসা। নইলে পৃথিবীতে আসার কী প্রয়োজন ছিল বল। সরি লোকাল ল্যাংগুয়েজ বলে ফেললাম।

হুমা বলে, তোর মুখ যা পাতলা। মুখে যা আসে তাই বলিস। যাই হোক, তোরা সবাই আমার জন্য অনেক করছিস। কী বলে যে ধন্যবাদ জানাই তোদের।

নুসরাত তাড়াতাড়ি করে বলে, এখন ধন্যবাদ-টন্যবাদ দিয়ে পেট ভরে না। মতিন ভাইকে দিয়ে আমার একটা কাজ করে দিস।

হুমা বলে, একটা কেন? দশটা করে নিস।

অধিক রাত হয়ে যাওয়ায় সবাই সবার কাছে বিদায় নিয়ে নিজ নিজ বাসায় চলে যায়।

পাঁচদিন পর জেমস মাহবুব একাত্তর টিভিতে বাংলাদেশের ব্যাংকের সাথে এনবিআরের চব্বিশ মিলিয়ন ডলারের গরমিল নিয়ে একটা নিউজ করে। আর সাথে সাথে নাইনটি এইটটিওয়ান বন্ধুরা ফেসবুকে প্রচার করতে থাকে। একটা সময় এসে সেটা ভাইরাল হয়ে যায়। এরপরে সব প্রত্রিকাগুলো ফলাও করে প্রচার করতে থাকে। আর সাথে সাথে আসাদুল্লাহ বিন মতিনের ভাগ্য খুঁলে যায়। ওঁকে ডেকে সব সমস্যা সমাধান করতে বলেন। এবার মকা পেয়ে গেলেন। আবার ওর